মডিউল-২৩

কোর্সকোড- BENG-H-CC-T-4

কোর্স নাম - অলংকার, শাক্ত পদাবলী, অন্নদামঙ্গল ও বাংলা প্রুফ সংশোধনী

মিলন মণ্ডল

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা।

পর্ব-১: অলংকার-নির্ণয়

বিন্যাসক্রম

২৩.১-উদ্দেশ্য

২৩.২-প্রস্তাবনা

২৩.৩-মূলপাঠ-১: অলংকার-নির্ণয়ের পদ্ধতি

২৩.৪-মূলপাঠ-২: অলংকার-নির্ণয়ের সমস্যা

২৩.৪.১ স্তবকে-স্তবকের অংশে পৃথক অলংকার

২৩.৪.২ একটি উদাহরণে একের বেশি অলংকার

২৩.৪.৩ অলংকার নিয়ে বিতর্ক

২৩.৫ অনুশীলনী

২৩.৫.১ অনুশীলনী-১

২৩১.৫.২ অনুশীলনী-২

২৩.৬-সহায়ক গ্রন্থাবলী।

২৩.৭-গ্রন্থপঞ্জি

২৩.৮- উত্তর সংকেত

২৩.১ উদ্দেশ্য

- এই এককটিতে যে-পথ দেখানো হচ্ছে, তা অনুসরণ করে বাংলা অলংকারের চর্চা করলে—
- বাংলা কবিতা পড়তে পড়তেত অলংকৃত স্তবকের অন্তর্গত অলংকারের সন্ধান সহজ অভ্যাসে পরিণত হবে।
- অলংকার নানারকম হলেও তাদের অন্তর্গত সূক্ষ্ম পার্থক্য বিষয়ে পরিচ্ছন্ন ধারণা তৈরি হয়ে যাবে।
- বাংলা কবিতার অলংকার-চর্চায় ক্রমশ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠবে।

২৩.২ প্রস্তাবনা

প্রথম তিনটি একক থেকে বাংলা কবিতার অন্তর্গত পনেরোটি অলংকারের পরিচয় পেলেন। অলংকার বিষয়ে অর্জন-করা এই তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োগ করার পালা একক ৮-এ। বাংলা কবিতার ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ-করা স্তবক বা চরণে কী ধরনের অলংকার রয়েছে, তা সন্ধান করার কৌশল এবং সেই সন্ধানের পথে সম্ভাব্য কিছু কিছু সমস্যার সমাধান-সূত্র এই এককে তুলে ধরা হল মূলপাঠকে দুটি অংশে ভাগ করে।

২৩.৩ মূলপাঠ-১: অলংকার নির্ণয়ের পদ্ধতি

পরপর তিনটি এককের মধ্যদিয়ে আপনি বাংলা কবিতার পনেরোটি অলংকারের কথা জানলেন। এই জানাটা দুভাবে হয়েছে—প্রথমে মূলপাঠে এক-একটি অলংকারের সংজ্ঞা (কাকে বলে) বৈশিষ্ট্য উদাহরণ আর ব্যাখ্যা পড়ে পড়ে, তারপর অনুশীলনীতে নানারকম প্রশ্নের উত্তর সাজিয়ে। মূলপাঠ আপনার সামনে পনেরোটি অলংকারের পনেরোটি পৃথক পৃথক চেহারা তুলে ধরল, আপনি অলংকারগুলিকে চিনে রাখলেন। কতটা চিনলেন, তা নিজেই খানিকটা পরখ করে নিলেন অনুশীলনীতে। এখনকার এককে আপনার কাজ হবে কবিতার এক-একটা স্তবক বা চরণের উদাহরণ থেকে আপনার চেনা অলংকারটিকে সনাক্ত করা। অর্থাৎ মূলপাঠ থেকে অলংকারগুলির সঙ্গে আপনার যে পরিচয় তৈরি হল, সেই তত্ত্বজ্ঞান এবারে প্রয়োগ করবেন নানারকম উদাহরণের ওপর, বের করে আনবেন সঠিক অলংকারটির নাম আর তার গোত্র-পরিচয়। এরই নাম অলংকার নির্ণয়।

কীভাবে সম্ভব এই অলংকার-নির্ণয় বা অলংকার সনাক্ত করার কাজ? সহজেই তা সম্ভব, যদি উদাহরণটি পড়তে পড়তে সেই লক্ষণটি আপনার কাছে ধরা পড়ে যায়, যা কেবল একটি বিশেষ অলংকারেরই বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণই একটি অলংকার থেকে আর-একটি অলংকারকে পৃথক করে চিনিয়ে দেয়। গোড়াতেই জেনেছেন, ধ্বনির ঝংকার থেকে চেনা যায় শব্দালংকার, অর্থের কৌশল থেকে ধরা পড়ে অর্থালংকার। জেনেছেন পাঁচটি লক্ষণের কথা (সাদৃশ্য-বিরোধ-শৃঙ্খলা-ন্যায়-গূঢ়ার্থপ্রীততি), যারা অর্থালংকারকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে। প্রতিটি লক্ষণের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে আরও কিছু বিশেষ লক্ষণ, যার ওপর ভর করে গড়ে ওঠে নানারকম অলংকার—একই শ্রেণির মধ্যে থেকেও পৃথক পৃথক অলংকার। এর ফলে, একই ধ্বনিঝংকারের লক্ষণ থেকে তৈরি হয় অনুপ্রাস-যমক-শ্লেষ-বক্রোক্তি, একই সাদৃশ্যের লক্ষণ থেকে স্বতন্ত্র অলংকার হয়ে ওঠে উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি-অতিশয়োক্তি-ব্যতিরেক। অতএব, প্রতিটি অলংকারেরই আছে বিশেষ একটি লক্ষণ, আপনার পরিচিত পনেরোটি অলংকারের রয়েছে পনেরোটি বিশেষ লক্ষণ। লক্ষণগুলি এইরকম:

অলংকার	বিশেষ লক্ষণ	অলংকার	বিশেষ লক্ষণ
১. অনুপ্রাস	একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি	৮. সমাসোক্তি	অন্য বস্তুর আচরণ।
২. যমক	একই ধ্বনিগুচ্ছের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পুনরাবৃত্তি।	৯. অতিশয়োক্তি	উপমেয়ের উল্লেখ নেই উপমানই প্রত্যক্ষ।

৩. শ্লেষ	একটি শব্দের একের বেশি অর্থ।	১০. ব্যতিরেক	সাধারণ ধর্মের কম-বেশি।
৪. বক্রোক্তি:		১১. বিরোধাভাস	বিরোধের ভাব।
কাকু-বক্রোক্তি	প্রশ্ন		
শ্লেষ-বক্রোক্তি	বক্তা-শ্রোতার কাছে একই	১২. একাবলি	শৃঙ্খলা
	কথার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ	১৩. অর্থান্তরন্যাস	সমর্থন
৫. উপমা	সাধারণ তুলনা		
৬. রূপক	অভেদ	১৪. ব্যাজস্তুতি	নিন্দা প্রশংসা
৭. উৎপ্রেক্ষা:		১৫. স্বভাবোক্তি	স্বভাব-বর্ণনার মাধ্যমে বস্তুর
বাচ্যোৎপ্রেক্ষা	‘যেন’ শব্দে সংশয়ের ভাব		আবাস।
প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা	সংশয়ের ভাব।		

এই পনেরোটি অলংকারের পনেরো রকমের বিশেষ লক্ষণ আরও সূক্ষ্ম হয়ে আরও ডালপালা ছড়িয়ে দেয় কোনো কোনো অলংকারের ক্ষেত্রে—এ কথাটাও আপনার জানা। যেমন, ধ্বনির পুনরাবৃত্তি থেকে তৈরি অনুপ্রাস ভাগ হতে পারে বৃত্ত্যনুপ্রাস-ছেকানুপ্রাস-শ্রুত্যনুপ্রাসে, সাধারণ লক্ষণ ‘সাদৃশ্য’ থেকে বেরিয়ে-আসা বিশেষ লক্ষণ ‘অভেদে’ তৈরি রূপকও হতে পারে নিরঙ্গ-সাঙ্গা-পরিম্পরিত। প্রথমে সাধারণ লক্ষণ, তা থেকে বিশেষ লক্ষণ, প্রয়োজন হলে তা থেকে আরও সূক্ষ্ম লক্ষণ। এই লক্ষণটি ধরা পড়লেই অলংকার বেরিয়ে আসবে সঙ্গে সঙ্গে।

ধরা যাক, ‘দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়’—উদাহরণটি থেকে অলংকার খুঁজে বের করার দায়িত্ব আপনার। বার কয়েক উচ্চারণ করুন। আপনার সতর্ক কানে দেখি-আঁখি-পাখি ধ্বনিগুচ্ছ থেকে ‘খ’ ধ্বনির তিনবার উচ্চারণ ধ্বনির ঝংকার তুলবেই। সঙ্গে সঙ্গে আপনার অনুপ্রাস-জানা তত্ত্ববোধ বলে উঠবে—একই ব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণে তৈরি বৃত্ত্যনুপ্রাস এখানে আছে। এখানেই শেষ নয়। ধ্বনির ঝংকার ছড়িয়ে অর্থের কৌশলও উঁকি মারছে। ‘আঁখি’ ছুটতে চায়, কিন্তু পারে না। তাই তাকে ‘পাখি’ হয়ে যেতে হয়। ‘পাখি’র সঙ্গে ‘আঁখি’-র এই এক হয়ে যাওয়া—এরই নাম ‘অভেদ’। ‘অভেদ’-লক্ষণটি যে-মূহূর্তে ধরা পড়ল, সেই মুহূর্তেই চেনা গেল রূপক অলংকারটিকেও। আঁখি-পাখি’র কোনো অঙ্গের উল্লেখ নেই। অতএব, সূক্ষ্মতর লক্ষণটিও ধরা পড়ে গেল, শনাক্ত করা গেল নিরঙ্গরূপক অলংকারটিকে।

লক্ষণ থেকে অলংকার খুঁজে বের করা অলংকার-নির্ণয়-পর্বের প্রথম ধাপ। এখানে আপনার কাজ কেবল খুঁজে পাওয়া নির্দিষ্ট অলংকারটির নাম উল্লেখ করা। পরের ধাপে আপনার কাজ—কীভাবে অলংকারটি ওই উদাহরণে তৈরি হল, অলংকারের সংজ্ঞা ভেঙে ভেঙে তা ব্যাখ্যা করে দেওয়া। আসলে, একটি অলংকার তৈরি হবার জন্য যে যে শর্ত-পূরণ আবশ্যক, সংজ্ঞায় সেসবের উল্লেখ থাকে। কীভাবে শর্ত পূরণ হল, উদাহরণ থেকে তা দেখিয়ে দিলেই আপনার কাজ সম্পূর্ণ হবে। ওপরের ‘আঁখি-পাখি’র উদাহরণটিই ধরুন। প্রথম দফায় কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট—‘উদাহরণটিতে নিরঙ্গরূপক অলংকার রয়েছে।’ এরপর স্মরণ করুন নিরঙ্গরূপক অলংকারের সংজ্ঞা, লক্ষ করুন এই অলংকারটি হবার জন্য সংজ্ঞায় কী কী শর্তের উল্লেখ আছে। দেখবেন, নিরঙ্গরূপক অলংকারের তিনটি শর্ত—উপমেয় একটিমাত্র

হবে, তার ওপর উপমানের অভেদ আরোপ হবে (অর্থাৎ, ওই উপমেয়টি উপমানের সঙ্গে এক হয়ে যাবে), উপমেয়-উপমানের কোনো অঙ্গের অভেদ থাকবে না। এবারে লক্ষ করুন, 'আঁখি-পাখি'র উদাররণটিতেও উপমেয় একটিমাত্র–'আঁখি'। তার ওপর উপমান 'পাখি'র অভেদ আরোপ হয়েছে–'আঁখি', 'পাখি'র সঙ্গে এক হয়ে গেছে। 'আঁখি-পাখি'র কোনো অঙ্গের উল্লেখই নেই, অভেদ তো দূরের কথা। অতএব, দ্বিতীয় দফায় বলুন–'উদ্ধৃত উদাহরণটিতে কোনো অঙ্গের অভেদ কল্পনা না করে একটিমাত্র উপমেয় 'আঁখি'র ওপর উপমান 'পাখি'র অভেদ আরোপ হয়েছে বলে অলংকারটি নিরঙ্গরূপক'। অবশ্য একই পদ্ধতিতে বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকারটির কথাও জানাতে হবে, এবং তা শব্দালংকার বলে অর্থালংকারের আগেই জানানো সংগত।

এমনি করে, কবিতার স্তবকে চরণে, বাক্যে বা শব্দে নিহিত লক্ষণটি বুঝে নিয়ে অলংকারটি চিনে নিন। প্রথমে সাধারণ লক্ষণ, তারপর বিশেষ লক্ষণ, এবং আবশ্যক হলে সবশেষে সূক্ষ্মতম লক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। এরপর ওই অলংকারের সংজ্ঞা থেকে বুঝে নিন, কীভাবে নির্দিষ্ট শর্তগুলি পূরণ করে অলংকারটি উদ্ধৃত উদাহরণে তৈরি হল। বলতে বা লিখতে গিয়ে প্রথমে অলংকারটির নাম, তারপর শর্ত-পূরণের ব্যাখ্যা–এই দুটি কাজ করলেই অলংকার-নির্ণয়ের দায়িত্ব সম্পূর্ণ হবে।

২৩.৪ মূলপাঠ-২: অলংকার-নির্ণয়ের সমস্যা

অলংকার নির্ণয়ের পদ্ধতি জানার পরেও কিছু কিছু সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। প্রধানত তিন রকমের সমস্যা অলংকার-নির্ণয়ের কাজটিকে মাঝে মাঝে খানিকটা ধোঁয়াটে করে দেয়। অতএব এ-বিষয়ে গোড়া থেকেই সতর্ক থাকা ভালো। সমস্যা তিনটি এইরকম–এক, একটি গোটা গোটা স্তবকে একরকমের অলংকার, অথচ স্তবকটির অংশবিশেষ পৃথক হয়ে গেলে তৈরি হতে পারে আর এক রকমের অলংকার। দুই, একই উদাহরণে একটি অলংকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে আর একটি অলংকার। তিন, একই উদাহরণে দু-তিন রকমের লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যদিও তার মধ্যে একটি লক্ষণই সঠিক এবং তা থেকে বেরিয়ে-আসা অলংকারটিই হবে সঠিক অলংকার। কয়েকটি উদাহরণের ব্যাখ্যা থেকে এই সমস্যা-তিনটি বুঝে নেবার চেষ্টা করুন।

২৩.৪.১ স্তবকে-স্তবকের অংশে পৃথক অলংকার

অলংকার একটি কবিতা বা স্তবকের সমগ্র শরীরে ছড়ানো থাকতে পারে, স্তবকের একটি অংশে–বাক্যে বা চরণে আবদ্ধ থাকতে পারে। কিন্তু একটি সমগ্র স্তবকের অলংকার আর তার একটি অংশের অলংকার এক হতে পারে, ভিন্নও হতে পারে। তার ফলে, কোনো স্তবকের অলংকার সম্পর্কে তৈরি ধারণা বা জ্ঞান ওই স্তবকের কোনো অংশের অলংকার নির্দেশ করতে সাহায্য না-ও করতে পারে। ওই অংশের বিবেচনা হবে একেবারেই স্বতন্ত্র। সমগ্র স্তবকে একটি অলংকার, অংশবিশেষ অন্য একটি অলংকার–এইরকম কয়েকটি উদাহরণ থেকে অলংকার নির্ণয় করে দেখানো হচ্ছে।

উদাহরণ-১:

নিদ্রাবিহীন শশী।
আকাশ-পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।

অলংকার: সমগ্র স্তবকে সমাসোক্তি, দ্বিতীয় চরণটিতে কেবল নিরঙ্গরূপক।

ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত উদাহরণে বর্ণনীয় বিষয় বা উপমেয় '**শশী**'। উপমানের উল্লেখ নেই। 'নিদ্রাবিহীন' বিশেষণটি '**শশী**'র ওপর মানুষের ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছে। 'খেয়া একলা চালায় বসি'—এ ব্যবহার মাঝির, আরোপ করা হয়েছে ওই উপমেয় '**শশী**'র ওপর। 'নিদ্রাবিহীন' বিশেষণটিও মাঝিরই প্রাপ্য। অতএব, 'মাঝি'ই এখানে উপমান। উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ করা হয়েছে বলে উদাহরণটির অলংকার সমাসোক্তি।

উদাহরণটির দ্বিতীয় চরণে উপমেয় 'আকাশ' 'পারাবার' (সমুদ্র)। 'খেয়া একলা চালায় বসি'—এই বাক্যাংশে উপমানের অনুগামী। অতএব, উপমেয় 'আকাশ'-এর ওপর উপমান 'পারাবার'-এর অভেদ আরোপ করা হয়েছে। একটি উপমেয়ের ওপর একটি, উপমানের অভেদ আরোপে এখানকার অলংকার কেবল নিরঙ্গরূপক।

উদাহরণ-২:

শঙ্খধবল আকাশগাঙে
শুভ্রমেঘের পালটি মেলে
জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি
ধরার ঘাটে কে আজ এলে?

অলংকার: সমগ্র স্তবকে সাঙ্গরূপক, দ্বিতীয় অংশে পরম্পরিত রূপক।

ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত স্তবকে অঙ্গী উপমেয় 'আকাশ', উপমেয়ের অঙ্গ 'মেঘ', 'জ্যোৎস্না', 'ধরা'; অঙ্গী উপমান 'গাঙ', উপমানের অঙ্গ 'পাল', 'তরী', 'ঘাট'। উদাহরণটিতে 'পালটি মেলে', 'তরী বেয়ে' ইত্যাদি বাক্যাংশে উপমানের অনুগামী। অতএব, অঙ্গী উপমেয় 'আকাশ'-এর ওপর অঙ্গী উপমান 'গাঙ'-এর অভেদ আরোপ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে উপমেয়ের অঙ্গ 'মেঘ', 'জ্যোৎস্না', 'ধরা'র ওপর উপমানের অঙ্গ যথাক্রমে 'পাল', 'তরী', 'ঘাট'-এর অভেদ আরোপিত হয়েছে। সুতরাং, সমগ্র উদাহরণে আছে সাঙ্গরূপক অলংকার।

উদাহরণটির তৃতীয়-চতুর্থ ছত্রদুটিতে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে রয়েছে দুটি করে উপমেয়-উপমান। প্রথম উপমেয় 'জ্যোৎস্না', উপমান 'তরী'। 'বেয়ে' অসমাপিকা ক্রিয়াটি উপমান 'তরী'র অনুগামী, উপমেয় 'জ্যোৎস্না' উপমান 'তরী'র সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। 'জ্যোৎস্না'র ওপর 'তরী'র এই অভেদ-আরোপে একটি নিরঙ্গ রূপক হল। যে যাত্রী জ্যোৎস্নার পথে চলতে চলতে 'ধরা'য় (পৃথিবীতে) নেমে আসে, তার আশ্রয় 'জ্যোৎস্না' ইতোমধ্যেই 'তরী'র সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ায় কবিকে লক্ষ্যবিন্দু 'ঘাটে'র সন্ধান করতেই হল। অতএব, যাত্রীর গন্তব্যস্থল উপমেয় 'ধরা' উপমান 'ঘাটে'র সঙ্গে এক হয়ে গেল। 'ধরা'র ওপর 'ঘাটে'র এই অভেদ-আরোপে আর একটি নিরঙ্গ রূপক তৈরি হল। প্রথম অভেদ-আরোপের কারণেই দ্বিতীয় অভেদ-আরোপ অনিবার্য হয়ে উঠল বলে

অলংকারটি এখানে পরম্পরিত রূপক।

২৩.৪.২ একটি উদাহরণে একের বেশি অলংকার

সমগ্র স্তবক জুড়ে একটি অলংকার, স্তবকের অংশবিশেষে অন্য একটি অলংকার আমরা দেখলাম। অংশটি স্তবক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে, পৃথক অলংকার দেখাতে পারে। এবারে সমগ্র স্তবকে অথবা স্তবকের অংশবিশেষে একাধিক অলংকারের সহাবস্থান দেখতে পাব।

মৌলোভী যাত মৌলবী আর মোল্লারা কন হাত নেড়ে।

অলংকার: শ্রুত্যনুপ্রাস, সার্থক যমক।

ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত চরণটিতে 'মৌলোভী' আর 'মৌলবী' শব্দদুটির অন্তর্গত 'ব-ভ-ম' ব্যঞ্জন-তিনটি ভিন্ন হলেও বাগযন্ত্রের একই স্থান ওষ্ঠ-অধরের সংযোগে উচ্চারিত। ফলে, ওই তিনটি ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও তারা অনায়াসে অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে। কেননা, কানে তারা একই ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তির মতোই শোনায়। অতএব, এটি শ্রুত্যনুপ্রাস।

'ভ'-'ব' ব্যঞ্জনটি শ্রুতিতে একই ধ্বনি হিসেবে গণ্য। অতএব, 'মৌলোভী' আর 'মৌলবী'ও শ্রুতিতে একই ধ্বনিগুচ্ছ, অর্থবহ বলে একই শব্দ হিসেবে গণ্য হতে পারে। শব্দটি দুবার উচ্চারিত দুটি ভিন্ন অর্থে—প্রথমে উচ্চারিত 'মৌলোভী' অর্থ 'মধুর প্রতি লোভ যার', দ্বিতীয়বার উচ্চারিত 'মৌলবী' অর্থ 'মুসলমান বিদ্বান ব্যক্তি'। অতএব, এখানে রয়েছে সার্থক যমক অলংকার।

২৩.৪.৩ অলংকার নিয়ে বিতর্ক

একই স্তবকে বাক্যে বা চরণে পৃথক বা একাধিক অলংকার কবির সচেতন সৃষ্টি হতে পারে। লক্ষণ বিচার করে সেসব অলংকার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য কাজ নয়। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় তখনই, যখন অলংকার-নির্ণয়ে বিভ্রান্তি আসে, নানারকমের লক্ষণ একই উদাহরণে জট পাকায়। পণ্ডিতে পণ্ডিতে তখন তর্ক বাঁধে। তর্ক এড়িয়ে আমরা এরকম কয়েকটি বিতর্কিত উদাহরণ থেকে সঠিক অলংকার-নির্ণয়ের চেষ্টা করব, ব্যাখ্যা করে নয়— আলোচনা করে।

উদাহরণ-১: সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী। —কৃত্তিবাস ওঝা

অলংকার: উপমা (উৎপ্রেক্ষা নয়)।

আলোচনা: উদ্ধৃত পংক্তিতে উপমেয় 'সীতা-আমি (রাম)', উপমান 'মণি-ফণী'। সাধারণ ধর্ম 'প্রিয়বস্তুর হারিয়ে যাওয়া', সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'যেন'। 'কাব্যশ্রী' (সুধীরকুমার দাশগুপ্ত) এবং 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা' (শ্যামাপদ চক্রবর্তী) গ্রন্থে অলংকারটিকে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা বলা হয়েছে, কিন্তু 'বাংলাকাব্যের রূপ ও রীতি' গ্রন্থে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস এখানে উপমা অলংকারের সন্ধানই পেয়েছেন, তার বেশি নয়। উপমার শর্ত—একই বাক্যে দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে বৈসাদৃশ্যের উলেল্লখ না করে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিতে শর্ত পূরণ হয়েছে এইভাবে: বাক্য একটিই, 'সীতা' আর 'সাপের মাথার মণি' অথবা 'রাম' আর 'ফণী' (সাপ) দুটি করে বিজাতীয় বস্তু, এদের

সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। (রাম হারিয়েছেন সীতাকে, ফণী হারিয়েছে মণি), বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ নেই। এ পর্যন্ত উপমারই লক্ষম। উৎপ্রেক্ষার জন্য আবশ্যক আরও একটি শর্ত পূরণ—গভীর সাদৃশ্যের কারণে উপমেয়কে উপমান বলে উৎকট (প্রবল) সংশয়। 'যেন' অবশ্যই সংশয়বাচক হতে পারে। উৎপ্রেক্ষার জন্য একমাত্র আবশ্যক লক্ষণ 'উৎপট সংশয়' এবং তার কবিত্বময় প্রকাশ। এক্ষেত্রে আবশ্যক ছিল আরও একটি বাক্য বা শব্দগুচ্ছ, যা ওই সংশয়ের ছবিটা তুলে ধরতে পারত। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিতে তা নেই, এমনকী সাধারণ ধর্মও ক্রিয়াপদের আশ্রয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। প্রবল সংশয়ের কবিত্বময় প্রকাশের অভাবেই এটি উৎপ্রেক্ষা হতে পারছে না। অথচ, এই রামচন্দ্রই কৃত্তিবাসী রামায়ণের একই প্রসঙ্গে একটু পরে 'ধনুকে দিলেন গুণ সর্প যেন গর্জ্জে' (কৃত্তিবাসী রামায়ণ/ শ্রীরামের বিলাপ ও সীতা-অন্বেষণ)। এই পঙ্‌ক্তিটিতে 'ধনুর্গুণ' 'সর্বের গর্জন' হয়ে উঠেছে কবির কাছে, পাঠকের কাছে গর্জনশীল সর্পের ছবিটা 'যেন' শব্দের সহযোগে এখানে প্রত্যক্ষ। 'ধনুর্গুণ'-এ সর্প গর্জনের সংশয়টাও প্রবল এবং 'গর্জ্জে' ক্রিয়ার আনুকূল্যে কবিত্বময়। এখানে অবশ্যই উৎপ্রেক্ষা।

উদাহরণ-২: আমাদের জীবনের নদী মৃত্যুর সমুদ্রে মিশিয়াছে। —বুদ্ধদেব বসু

অলংকার: পরম্পরিত রূপক (সাঙ্গরূপক নয়)।

আলোচনা: উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিতে দু-জোড়া উপমেয়-উপমান। প্রথম উপমেয় 'জীবন', উপমান 'নদী'; দ্বিতীয় উপমেয় 'মৃত্যু', উপমান 'সমুদ্র'। জীবন নদীর রূপ ধরে সমুদ্রে মিশছে, অথবা মৃত্যু সমুদ্রের রূপ ধচরে নদীকে আকর্ষণ করছে, এইরকম অভেদ-কল্পনা থাকার ফলে এখানে রূপক অলংকার হয়েছে। এ নিয়ে বিতর্ক নেই। কিন্তু বিতর্ক তৈরি হয় অলংকারটিকে রূপকের কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করব, তাই নিয়ে। 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'-য় শ্যামাপদ চক্রবর্তী একে সাঙ্গরূপক বলেছেন। সাঙ্গরূপকের শর্ত 'অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়-উপমানের অভেদ'। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিতে দুটি উপমেয়—জীবন, মৃত্যু; দুটি উপমান—নদী, সমুদ্র। জীবন-মৃত্যুর মধ্যে এবং নদী-সমুদ্রের মধ্যে অঙ্গী-অঙ্গ সম্পর্ক থাকলে অবশ্যই রূপকটি 'সাঙ্গ' হবে। আর, পরম্পরিত রূপকের শর্ত, 'একটি অভেদের কারণে আর একটি অভেদের জন্ম।' জবন-নদীর অভেদের কারণে মৃত্যু-সমুদ্রের অভেদ হয়ে থাকলে রূপকটি 'পরম্পরিত' হবে। প্রথমত, 'মৃত্যু' জীবনের অঙ্গ নয়, পরিণাম; সমুদ্র-ও নদীর অঙ্গ নয়, অন্যতম আশ্রয়। অঙ্গী-অঙ্গ সম্পর্ক এদের মধ্যে না-ভাবাই সংগত। দ্বিতীয়ত, জীবনকে নদীর সঙ্গে অভিন্ন করে দেওয়ার কারণেই মৃত্যু-সমুদ্রের অভেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কারণ-কার্যের ধারা বা পরম্পরা প্রবল বলে একে পরম্পরিত রূপকই বলব।

উদাহরণ-৩: শ্যামশুকপাখী সুন্দর নিরখি
(রাই) ধরিল নয়নফাঁদে।
হৃদপিঞ্জরে রাখিল তাহারে
মনহি শিকলে বেঁধে॥ —চণ্ডীদাস

অলংকার: সাঙ্গরূপক (পরম্পরিত রূপক নয়)।

আলোচনা: উদ্ধৃত স্তবকে সরাসরি চারজোড়া উপমেয়-উপমান—শ্যাম-শুকপাখী, নয়ন-ফাঁদ,

হৃদয়-পিঞ্জর আর মন-শিকল। উপমেয় শ্যাম, নয়ন, হৃদয়, মন; উপমান শুকপাখী, ফাঁদ, পিঞ্জর, শিকল। অভেদ প্রতিটি ক্ষেত্রে, অতএব রূপক অলংকার। উপমেয়-পক্ষে অঙ্ক নয়ন, হৃদয়, মন। তবে, নয়ন-হৃদয়-মন শ্যামের অঙ্গ নয়, রাধার (রাই) অঙ্গ। অতএব, 'শ্যাম' অঙ্গী হতে পারে না। অঙ্গী হতে হয় রাধাকেই। উপমান-পক্ষে অঙ্গ ফাঁদ, পিঞ্জর, শিকল। 'পাখী' এদের অঙ্গী নয়, অঙ্গী হতেপারত 'ব্যাধ', যা এখানে লুপ্ত। তবে উপমেয় অঙ্গগুলির অঙ্গী হিসেবে 'রাধা' (রাই) উপস্থিত থাকায় অঙ্গী উপমান হিসেবে 'ব্যাধ'-কে কল্পনা করাই যায়, ফাঁদ-পিঞ্জর-শিকল অঙ্গগুলি যখন চোখের সামনেই রয়েছে। এইটুকু মেনে নিতে পারলে এখানে সাঙ্গরূপকের সন্ধান পেতে কোনো সমস্যা নেই। 'বাঙ্‌লা কাব্যের রূপ ও রীতি'তে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস তাই করেছেন। সেক্ষেত্রে 'শ্যাম'কেও রাধার অঙ্গ, আর 'শুকপাখী'কে ব্যাধের অঙ্গ করে নিতে হয়, একজন প্রেমের শিকার আর একজন পেশার শিকার হিসেবে।

কিন্তু 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'য় অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর ব্যাখ্যা অন্যরকম। তাঁর ব্যাখ্যামতে 'শ্যাম-শুকপাখীর রূপক হওয়ার কারণেই নয়ন-ফাঁদ, হৃদয়-পিঞ্জর, মন-শিকল রূপকের জন্ম—অতএব পরম্পরিত রূপক।

একমাত্র শ্যামের সঙ্গে রাধার বা 'শুকপাখী'র সঙ্গে ব্যাধের অঙ্গ-অঙ্গী সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, থাকলে 'শ্যাম-শুকপাখী' রূপকটিকে বাদ দেওয়া সম্ভব। যদি রাধা আর ব্যাধকে উপমেয়-উপমান বলে মেনে নিই, তবে রাধার সঙ্গে বাকি উপমেয়ের এবং ব্যাধের সঙ্গে বাকি উপমানের অঙ্গী-অঙ্গ সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট, অর্থাৎ 'রাধা-ব্যাধে'র রূপক গ্রাহ্য বলে এখানে অলঙ্কার হবে সাঙ্গরূপক। আমাদের সমর্থন অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের পক্ষে। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর পরম্পরিত রূপক মানব না, যেহেতু কার্য-কারণ সম্পর্কটি এখানে অস্পষ্ট। এরকম কার্যকারণ-সম্পর্ক প্রতিটি সাঙ্গরূপকের উদাহরণেই আবিষ্কার করা সম্ভব, তেমনটি হলে 'সাঙ্গরূপক' প্রকরণ হিসেবেই অবান্তর হয়ে পড়ে।

২৩.৫ অনুশীলনী

৪.৩-এর মূলপাঠ থেকে অলংকার-নির্ণয়ের পদ্ধতি লিখলেন, দুটি দফায় কী করে কাজটি করতে হয় তা জানলেন। ৪.৪-এর মূলপাঠ থেকে অলংকার-নির্ণয়ের পথে সম্ভাব্য সমস্যার কথাও মাথায় রইল। এবারের কাজ, অলংকার-নির্ণয়ের মূল কাজটিতে মাথা দেওয়া। এ কাজের অনুশীলন দুটি ভাগে ভাগ করে দেখুন। প্রথম ভাগে যেসব উদাহরণ থেকে অলংকার-নির্ণয় করতে বলা হবে, তার সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হবে সাধারণ লক্ষণটি (ধ্বনি-ঝংকার, সাদৃশ্য, বিরোধ, শৃঙ্খলা), কেনো ক্ষেত্রে লক্ষণটি (সমর্থন, নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি)। সাধারণ লক্ষণ থেকে বিশেষ লক্ষণ, প্রয়োজনে বিশেষ লক্ষণ থেকে সূক্ষ্মতম লক্ষণ বুঝে নিয়ে নির্দিষ্ট অলংকারটির নাম লিখুন। সেই সঙ্গে সংক্ষেপে কেবল কী কী শর্ত পূরণ হল তার উল্লেখটুকু করুন। দ্বিতীয় ভাগে করুণ অলংকার-নির্ণয়ের পুরো কাজটি—লক্ষণ বুঝে নিয়ে অলংকারের নাম লেখা, তারপর অলংকারটির সংজ্ঞা থেকে শর্ত খুঁজে

নিয়ে উদাহরণটিতে সেসব শর্ত পূরণ কীভাবে হল, তার ব্যাখ্যা করে দেওয়া।

২৩.৫.১ অনুশীলনী-১

(নীচের উদাহরণগুলির সঙ্গে সাধারণ বা বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ জুড়ে দেওয়া হল। অলংকারের নাম আর সংক্ষেপে শর্ত-পূরণের সংকেতটুকু লিখুন।)

১. সাধারণ লক্ষণ 'ধ্বনির ঝংকার':

(ক) কে বলে রে ভোল নাই?

(খ) উড়িল কলম্বকুল অম্বরপ্রদেশে।

(গ) আছে কী কী বীজ কবিত্ব-কলায়।

(ঘ) লীলাপদ্ম হাতে, কুরুবক মাথে।

(ঙ) রক্তমাখা, অস্ত্রহাতে যতো রক্ত আঁখি।

(চ) কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি।

২. সাধারণ লক্ষণ 'সাদৃশ্য':

(ক) অকলঙ্ক মুখ তব কলঙ্কী চন্দ্রের মতো নহে।

(খ) নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল-খসা।

(গ) নারীর অধরে হায় পান করে কালকূট মানে না বারণ।

(ঘ) আমি জানি, কিছুই থাকে না,
পলকে শুকায়ে যায়—সবই যেন সাবানের ফেনা।

(ঙ) মরণের শীত নিবারণ করে
বরফের কাঁথা ঢাকি!

(চ) রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে।

৩. সাধারণ বা বিসেষ লক্ষণ কোনোটিতে 'বিরোধ', কোনোটিতে 'শৃঙ্খলা', কোনোটিতে 'সমর্থন', কোনোটিতে 'নিন্দা-প্রশংসা' :

(ক) কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?

(খ) বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।

(গ) শমনদমন রাবণরাজা রাবণ-দমন রাম।

(ঘ) কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন

(ঙ) আকাশ যেথায়ে সিন্ধুরে ধরে, সিন্ধু ধরার হাত

(চ) বাঁচিতাম সে মুহূর্তে মরিতাম যদি—

(ছ) দুঃখের মজা ক্রন্দনে, ক্রন্দনের মজা কীর্তনে।

(জ) কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।

২৩.৫.২ অনুশীলনী-২

(নীচের উদাহরণগুলির অলংকার নির্ণয় করুন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অলংকারের নাম লিখুন, কীভাবে অলংকারটি তৈরি হল তা ব্যাখ্যা করুন।)

১. আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।

২. জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে ...

৩. এ পুরীর পথ-মাঝে যত আছে শিলা,
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি তার।

৪. চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তুর শ্রাবস্তীর কারুকার্য।

৫. কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?

৬. হলুদ পাতার মত, আলোয়ার বাম্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মত ছেঁড়া-মেঘ আকাশের ধারে।

৭. যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে-মুহূর্তে তব কিছু নাই।

৮. পড়ুক দুফোঁটা অশ্রু জগতের ’পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।

৯. কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

১০. ওগো আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারই আকাশ
রঙের নেশায় মেটে না তার আশ–
তাইতো বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানি,
কখনো জাফরানি।

১১. কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাপি।

১২.   কপোতদম্পতী
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

১৩. অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।

১৪. জলে সে নহে পদ্ম নাহি যাহে,
পদ্ম নহে নাহি যেথায় অলি,
আলি সে নয় গান যে নাহি গাহে,
গান সে নহে হৃদয়মন না যায় যাহে গলি।

১৫. যাইতে মানস-সরে
কার না মানস সরে?

১৬. দূরে বালুচরে রোদ কাঁপে থর' থর'
ঝিঁঝির পাখার চেয়ে সে তীব্রতর।

১৭. সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

১৮. কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর?

১৯. কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে
গগনের নীলগাঙে,
হাবুডুবু খায় তারাবুদ্‌বুদ্‌
জোছনা সোনায় রাঙে!

২০.   বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী' পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা।

২১. ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোষমানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।

২২. ষোলটি বছরে জমানো অশ্রু
জমাট পাথরে হতেছে গাঁথা,
প্রেয়সীর শেষ-শয়ন বিছাতে
মাটিতেত বেহেশ্‌ত্‌ তুলেছে মাথা!

২৩. উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেন্ড্রণগুচ্ছ।

২৪. নানা বেশভূষা হীরা রূপাসোনা
এনেছি পাড়ার কবি উপাসনা।

২৫. পিনাকে তোমার দাও টঙ্কার,
ভীষণে মধুরে দিক্‌ ঝঙ্কার।

২৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি:

১. শ্যামাপদ চক্রবর্তী—অলঙ্কার চন্দ্রিকা
২. জীবেন্দ্র সিংহরায়—বাঙলা অলঙ্কার
৩. সুধীন্দ্র দেবনাথ— বাংলা কবিতার অলংকার

২৩.৭.১ অনুশীলনী-১ -এর উত্তর সংকেত

১. (ক) কাকু-বক্রোক্তি (না-প্রশ্নবাক্যে হাঁ: অবশ্য ভুলেছ)।
(খ) ছেকানুপ্রাস (কলম্ব-অম্বর: 'ম্ব'-এর দুবার উচ্চারণ)।
(গ) অভঙ্গ শ্লেষ (বীজ = মূলসূত্র, বীচি, কলা = শিল্প, কদলী)।
(ঘ) শ্রুত্যনুপ্রাস (হাতে-মাথে : দন্তমূল থেকে উচ্চারিত ত-থ এর উচ্চারণ)।
(ঙ) সার্থক যমক (রক্তমালা-রক্তআঁখি: রক্ত = শরীরের তরল বস্তু, লাল)।
(চ) বৃত্ত্যনুপ্রাস (ক-ধ্বনি চারবার, শ-শ-ধ্বনি চারবার)।

২. (ক) ব্যতিরেক (উপমান (চন্দ্রে'র চেয়ে উপমেয় 'মুখে'র উৎকর্ষ)।
(খ) সমাসোক্তি (উপমান 'চন্দ্রে'র চেয়ে উপমেয় 'মুখে'র উৎকর্ষ)।
(গ) অতিশয়োক্তি (উপমেয় 'সর্বনাশা চুম্বন' লুপ্ত, উপমান 'কালকূট' বিষ প্রবল)।
(ঘ) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা (উপমেয় 'ক্ষণস্থায়ী সবকিছুতে' উপমান 'সাবানের ফেনাঈর সংশয়, 'যেন'র উল্লেখ)।
(ঙ) পরম্পরিত রূপক (নিরঙ্গরূপক 'মরণের শীত' থেকে আর একটি নিরঙ্গরূপক 'বরফের কাঁতা'র জন্ম)।

(চ) পূর্ণোপমা (বিজাতীয় বস্তু 'রাজ্য-স্বপ্ন', উপমেয় 'রাজ্য' উপমান 'স্বপ্ন' সাধারণ ধর্ম 'ছুটে যাওয়া', সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'সম')।

৩. (ক) অর্থান্তরন্যাস (বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন)।

(খ) বিরোধাভাস ('বড়' হওয়ার সঙ্গে 'ছোট' হওয়ার বিরোধ, 'বিনয়' থেকে 'মহত্ত্ব'—বিরোধের অবসান)।

(গ) একাবলি (আগের বিশেষ্য 'রাবণ' পরে বিশেষণ হল)।

(ঘ) ব্যাজ্যস্তুতি (বাইরে নিন্দা : গুণহীন, কপাল-পোড়া; ভেতরে প্রশংসা; ত্রিগুণাতীত পুরুষ, যার কপালের আগুনে মনদনদেব ছাই হলেন, সেই মহাদেব)।

(ঙ) একাবলি (আগের কর্ম 'সিন্ধু' পরের অংশে কর্তা হল)।

(চ) বিরোধাভাস (মরলে বেঁচে যাওয়া—এতে বিরোধ, বেঁচে-থাকার দুঃখ থেকে রক্ষা পাওয়া যেত—এই অর্থে বিরোধের অবসান)।

(ছ) একাবলি (আগে বাক্যাংশে শেষে, পরে বাক্যাংশের শুরুতে)।

(জ) ব্যাজস্তুতি (বাইরে নিন্দা, ভেতরের অর্থে প্রশংসা; কুকথা =বেদবাক্য, পঞ্চমুখ =পঞ্চানন শিব, কণ্ঠভরা বিষ =নীলকণ্ঠ শীব।

২৩.৭.২ অনুশীলনী-২ -এর উত্তর সংকেত

১. পরম্পরিত রূপক (একটি নিরঙ্গ রূপক 'রূপের পদ্ম' থেকে আর একটি নিরঙ্গ রূপক 'অরূপ-মধু'র জন্ম); বিরোধাভাস (রূপ-অরূপ, দুঃখ-আনন্দ)।

২. সমাসোক্তি (উপমেয় লঙ্কার ওপর উপমান মানুষের ব্যবহার আরোপ)।

৩. ব্যতিরেক (উপমান 'শ্যামা'র চেয়ে উপমেয় 'শিলা'র অপকর্ষ)।

৪. প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা (উপমেয় 'ছল'-এ উপমান 'নিশা'র সংশয়, উপমেয় 'মুখ'-এ উপমান 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য'-এর সংশয়;

বৃত্ত্যনুপ্রাস ('তার-কবেকার-অন্ধকার-বিদিশার'-এ 'আর' চারবার উচ্চারণ, 'বিদিশার নিশা'য় 'শ'-এর দুবার উচ্চারণ);

৫. অর্থান্তরন্যাস (বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন);

কাকু-বক্রোক্তি (হাঁ-প্রশ্ন থেকে না: হয় কি = হয় না)।

৬. মালোপমা (একটি উপমেয় 'ছেঁড়া-মেঘ', তিনটি উপমান 'পাতা', 'বাষ্প', 'বিদ্যুৎ'।

৭. বিরোধাভাস (‘পূর্ণ’-‘কিছু তব নাই’-এ বাহ্যত বিরোধ)।

৮. বাচ্যোৎপ্রেক্ষা (উপমেয় ‘অশ্রু’তে উপমান ‘বাল্মীকির শ্লোক’-এর সংশয়, সংশয়বাচক শব্দ ‘যেন’-র উল্লেখ)।

৯. সমাসোক্তি (উপমেয় ‘বৈশাখ’-এর ওপর উপমান মানুষের আচরণের আরোপ)।

১০. বাচ্যোৎপ্রেক্ষা (উপমেয় ‘হৃদয়’-এ উপমান ‘সন্ধ্যার আকাশ’-এর সংসয়, সংশয়বাচক শব্দ ‘যেন’-র উল্লেখ)।

১১. লুপ্তোপমা (উপমেয় ‘পদতল’, উপমান ‘কমল’, সাদৃশ্যবাচক শব্দ ‘সম’, সাধারণ ধর্ম লুপ্ত)।

১২. স্বভাবোক্তি (প্রেম-স্বভাবের বর্ণনা)।

১৩. ব্যাজস্তুতি (বাইরের নিন্দা: বৃদ্ধ স্বামী, নেশাগ্রস্ত: ভেতরের অর্থে প্রশংসা: দেবাদিদেব সিদ্ধিদাতা মহাদেব)।

১৪. একাবলি (প্রথম বাক্যে ‘পদ্ম’ বিশেষণ-খণ্ডবাক্যে: দ্বিতীয় বাক্যে ‘পদ্ম’ প্রধান খণ্ডবাক্যে বিশেষ্য, ‘অলি’ বিশেষণ খণ্ডবাক্যে; তৃতীয় বাক্যে ‘অলি’ প্রধান খণ্ডবাক্যে বিশেষ্য, ‘গান’ বিশেষণ-ঘণ্ডবাক্যে; চতুর্থ বাক্যে ‘গান’ প্রধান খণ্ডবাক্যে বিশেষ্য।

১৫. সার্থক যমক (মানস-সরে = মাস সরোবরে মানস সরে = মন চলে);

অন্ত্যানুপ্রাস (পরপর দুটি পর্বের শেষে ‘সরে’র পুনরাবৃত্তি)।

১৬. ব্যতিরেক (উপমান ‘ঝিঁঝির পাখা’র চেয়ে উপমেয় ‘রোদ’-এর উৎকর্ষ)।

১৭. অতিশয়োক্তি (উপমেয় ‘বিদ্যাসাগর’, ‘তেজ’ লুপ্ত, উপমান ‘সাগর’, ‘অগ্নি’ প্রবল)।

১৮. অভঙ্গ শ্লেষ (ঈশ্বর গুপ্ত কবি, ঈশ্বর গুপ্ত ভগবান লুকিয়ে;

প্রভাকর = সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকা, সূর্য)।

১৯. সাঙ্গ রূপক (অঙ্গী উপমেয় ‘গগন’, তার অঙ্গ ‘মেঘ’, ‘তারা’; অঙ্গী উপমান ‘নীলগাঙ’, তার অঙ্গ ‘মউজ’ ‘বুদ্‌বুদ্‌’; সব উপমেয়ের সঙ্গে সব উপমানের অভেদ)।

২০. স্বভাবোক্তি (দুপুরের সূক্ষ্ম সুন্দর বর্ণনা)।

২১. ব্যাজস্তুতি (বাইরে প্রশংসা, ভেতরের অর্থে নিন্দা)।

২২. অতিশয়োক্তি (উপমেয় ‘তাজমহল’ লুপ্ত, উপমান ‘বেহেশ্‌ত’ (= স্বর্গ) প্রবল)।

২৩. ছেকানুপ্রাস (‘শখর’ ধ্বনিগুচ্ছের দুবার উচ্চারণ: ‘শাখার-শিখরে’)।

২৪. নিরর্থক যমক (রূপাসোনা = র + উপসনা, উপাসনা = প্রার্থনা)।

২৫. বিরোধাভাস (‘ভীষণে-মধুরে’-তে বাহ্যত বিরোধ)।